দৈনিক ইনকিলাব

দৈনিক ইনকিলাব
THE DAILY INQILAB
ঢাকাঃ শনিবার ২৯ শ্রাবণ, ১৩৯৪

তারিখ 15 AUG 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

২৯শে শ্রাবণ ১৩৯৪

24

# এবার ছাত্রেরা পরীক্ষা দিতে চায়

গতকাল শুক্রবারের দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত এক খবরে জানা গেছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স ফাইনাল পরীক্ষার্থীরা এই মর্মে ঘোষণা করেছেন যে, কর্তৃপক্ষ আগামী ১৭ আগস্টের মধ্যে যদি তাদের পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা না করেন তবে তারা ১৮ আগস্ট প্রেসক্লাবের সামনে এক প্রতীক অনশন ধর্মঘট পালন করবেন। গত পরশু বৃহস্পতিবার পরীক্ষা গ্রহণের দাবীতে প্রশাসনিক ভবনে বিক্ষোভ প্রদর্শনের পর তারা এই কর্মসূচী ঘোষণা করেন। পাশাপাশি মেডিকেল ছাত্র ঐক্য পরিষদ ঢাকা মেডিকেল কলেজে এক বৈঠকে যোগদানরত শিক্ষকদের ঘেরাও করে এবং তাদের বেলা ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত অবরোধ করে রাখে এবং এক পর্যায়ে কিছুসংখ্যক উত্তেজিত ছাত্র অধ্যক্ষের কক্ষসহ আশপাশের কিছু দরজা-জানালার কাঁচ ভাংচুর করে। তাদের দাবী, সেপ্টেম্বর '৮৭-তে যে দ্বিতীয় পেশাগত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে তাতে তারাও অংশগ্রহণ করতে চায়।

এই খবর পড়ে দেশবাসী সভাবতঃই বিস্মিত হবে। কারণ, বিশ্ববিদ্যালয় যথাসময়ে পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করবেন, দিন তারিখ ঘোষণা করবেন আর ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষার তারিখ পিছানোর দাবী জানিয়ে বিক্ষোভ মিছিল বের করবেন। যদি পরীক্ষার তারিখ পিছানো না হয় তাহলে তারা পরীক্ষা বর্জন করবেন এবং পরীক্ষার হলেও ভাংচুর করবেন ও পরীক্ষকদের ধাওয়া দেবেন। এ ধরনের খবর শুনতেই তো দেশবাসী অভ্যস্ত। মহানগরীর যানজটের মত এভাবেই বিশ্ববিদ্যালয়ে সৃষ্টি হয়েছে সেশন জট এবং দশ বছরের কম সময়ের মধ্যে ছাত্র-ছাত্রীরা আর তাদের ফাইনাল পরীক্ষা দিয়ে পাস করতে পারছেন না। ফলশ্রুতিতে তাদের ভবিষ্যৎ এবং কেরিয়ার দুই-ই ঝরঝরে হচ্ছে। এতে করে দুশ্চিন্তা বাড়ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের আর হার্ট এটাকের আক্রমণ বাড়ছে ঐসকল ছাত্র-ছাত্রীর পিতা-মাতা ও অভিভাবকদের। এটাই আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অতি সাধারণ ঘটনা— অতি সাধারণ সংবাদ। অথচ এবার সেই ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষা গ্রহণের দাবীতে অনশন করতে চায়— খবরটা বিস্ময়কর বৈকি!

এ ব্যাপারে ভিসির সভাপতিত্বে সকল ডীন, বিভাগীয় প্রধান ও প্রভোস্টদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পরীক্ষা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সকলে একমত হলেও কবে, কখন, কোন্ পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণ করা যায় সে সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হয়নি। এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্যে ২২ আগস্ট একাডেমিক কাউন্সিলের এক সভা আহবান করা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষা গ্রহণ সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমরাও সমভাবে চিন্তিত। কারণ, পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করলেই যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা খুশী মনে পড়াশুনায় যত্নশীল হবেন এবং সাগ্রহে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবেন এমন নজীর তো আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নেই। সাম্প্রতিককালে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিষয়ে যে সকল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে সেগুলোতে একাধিকবার তারিখ বদলের পর— অর্থাৎ এক লেবু শতবার টেপার পর তবে পরীক্ষা হতে পেরেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশন জট তারইতো ফলশ্রুতি। তাছাড়া এইসব পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে অনেক অপ্রিয় ঘটনাও ঘটেছে। তা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনৈতিক কলহ-কোন্দলও কিছু কম হয়নি। অবশ্য তার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ছাত্র-ছাত্রীকে আমরা দায়ী করি না, দেশবাসীও করে না। তবে তাদের মধ্যে এক শ্রেণীর অছাত্র এবং পেশাদার দুষ্কৃতকারী ঢুকে পড়ে বার বার পরীক্ষার প্রশ্নে বাধা সৃষ্টি করেছে এবং পরীক্ষা গ্রহণের প্রতিকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, শিক্ষক এবং সারা দেশের অভিভাবকবৃন্দ আমরা সর্বান্তকরণে চাই— পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হোক।

এই পরীক্ষার সঙ্গে দেশ এবং জাতির মর্যাদার প্রশ্ন জড়িত। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পরীক্ষার্থী ছাত্র-ছাত্রীদেরও দায়িত্ব এবং কর্তব্য আছে বলে আমরা মনে করি। সুতরাং কিভাবে কোন্ পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণ করা যায় এবং অছাত্র হট্টগোলকারীদের কিভাবে প্রতিহত করা যায়— সে সম্পর্কে একাডেমিক কাউন্সিলের বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার আগেই পরীক্ষার্থী ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষ থেকে সুস্পস্ট বক্তব্য আসা দরকার।

আমরা প্রত্যাশা করি; চূড়ান্ত ব্রহ্ম-অস্ত্র 'অনশন' প্রয়োগ করার আগেই পরীক্ষার্থী ছাত্র-ছাত্রীগণ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এ বিষয়ে সহযোগিতা করবেন এবং কর্তৃপক্ষও তাদের অভিমতের যথাযথ মর্যাদা দিয়ে যত দ্রুত সম্ভব পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করবেন। আমাদের বিশ্বাস, ছাত্র-শিক্ষক যুক্তভাবে প্রচেষ্টা চালালে সেশন জট দূর করা খুব কঠিন হবে না।